রমজান ও রোজা :
ইসলামের সুমহান শিক্ষা

জামিল হাসান সুজন

‘‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য উপবাস বা রোজা নির্ধারণ করা হয়েছে যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর নির্ধারণ করা হয়েছিল যাতে তোমরা আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হতে পার।’’ (আল বাকারা : ১৮৩)

‘‘রমজান সেই মাস যে মাসে কোরান অবতীর্ণ হয়েছে মানব সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক হিসাবে স্পষ্ট (নিদর্শন) সহ পথনির্দেশ এবং বিচার বিবেচনার (ভাল ও মন্দের মধ্যে) জন্য। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই সেই মাসে যারা উপস্থিত (তার ঘরে) রোজা রাখা উচিত কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ অথবা সফরে থাকে নির্দেশিত সময়কালে (পূরণ করে নিবে) পরবর্তী দিনগুলিতে। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় তোমাদের সহজসাধ্যতা তিনি তোমাদের উপর কোন দুঃসাধ্য কাজ আরোপ করতে চান না। (তিনি চান) তোমরা নির্দিষ্ট সময়কাল সম্পূর্ণ কর এবং তাঁর উপাসনা কর তিনি তোমাদের যেভাবে নির্দেশনা দান করেছেন; এবং সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞ থাকবে।’’ (আল বাকারাঃ ১৮৫)

‘‘হে মানব সম্প্রদায়! তোমার প্রভুর উপাসনা কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের সম্মুখে যা কিছু আছে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা খোদাভীরু বা সৎ হতে পার।’’ (আল বাকারা : ২১)

মহান আল্লাহ্‌র এই বাণীগুলির সূত্র ধরে বলা যায় যে রমজানের রোজা রাখার মাধ্যমেই মানুষ খোদাভীরুতা ও সততা অর্জন করতে পারে।

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেন, ‘রোজার দুটি আনন্দময় মুহূর্ত আছে : যখন রোজাদার ইফ্‌তার করে আর যখন প্রভুর সাথে সাক্ষাত ঘটবে।’ ইমাম আল- কুরতুবী মন্তব্য করেন,‘ এর অর্থ রোজাদার খুশি হয় কারণ তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কাল শেষ হয়ে যায়, যেহেতু সে রোজা ভঙ্গের অনুমতি পায়। এই আনন্দ খুবই স্বাভাবিক এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থপূর্ণ। আরও বলা হয়েছে যে রোজাদারের রোজা ভাঙ্গার জন্য আনন্দিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে সে তার রোজাকে পরিপূর্ণ করেছে, এবং উপাসনার কার্যাদি চর্চার বা অনুশীলনের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। এবং যখন সে প্রভুর সাথে সাক্ষাত করে তখন সে তার রোজা রাখার কারণেই আনন্দিত হয়, এর অর্থ সে রোজা রাখার কারণে প্রভুর নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ পুরস্কার লাভ করে।

একটি সহি হাদিসে বর্ণিত আছে,‘‘বিশ্বাসীদের কাজ কর্ম কতইনা চমকপ্রদ! প্রত্যেকটি বিষয় যা তার জন্য ঘটে তা উত্তম, এবং এটা অন্যান্যদের জন্য প্রয়োগ করা যায়না কেবলমাত্র বিশ্বাসী ছাড়া। যদি কোনকিছু ভাল তার উপর আপতিত হয় , তার জন্য ধন্যবাদ জানায়, এবং এটা তার জন্য উত্তম। যদি কোনকিছু মন্দ তার উপর আপতিত হয়, সে এটাকে ধৈর্য্যের সাথে বহন

করে, এবং এটাই তার জন্য উত্তম।’’

আসুন এই রমজান মাসে আমরা নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে আন্তরিকভাবে ভাবে চেষ্টা করি :

- ইসলামী জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলাম বিষয়ে অধ্যয়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ভিত্তিক লেখা বই অধ্যয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করি।
- সহৃদয়তার সাথে অভাবী মানুষদের সাহায্য করি।
- মুসলিম জাতির ভুলে যাওয়া ঐতিহ্যকে পুনরিজ্জীবিত করার প্রকল্প গ্রহণ করি, মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যস্থিত বর্ণ বিদ্বেষ, এইড্‌স, নেশা, ক্যান্সার, ধুমপান ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করি।
- নিজেদের পাপের ক্ষমার জন্য নিরবে অশ্রু বিসর্জন করি।
- জিহবা নিয়ন্ত্রণ ও দৃষ্টি আনত করার শিক্ষা গ্রহণ করি। মহানবীর সতর্ক বাণী স্মরণ করি - ‘মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা ও পরচর্চা করা, এবং লালসাপূর্ণ দৃষ্টি রোজাকে বিনষ্ট করে দেয়। চিরদিনের জন্য নোংরা বা অশ্লীল কথাবার্তা পরিত্যাগ কর।’ (সূত্র : ইন্টারনেট)

প্রতি বছরের মত আবারও ফিরে এল পবিত্র মাহে রমজান। ইসলামের মূল শিক্ষা এই মাসের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। এই একটি মাসের কঠোর সিয়াম সাধনা বাকি এগারটি মাস সুন্দরভাবে পথ চলার অনুপ্রেরণা দান করে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি সকল প্রকার পানাহার থেকে, অবৈধ কাজ থেকে, মিথ্যাচার থেকে, পাপাচার থেকে বিরত থাকার যে প্রশিক্ষণ চলে তার ফলাফল অতীব কার্যকর হওয়ার কথা। বাস্তবে তা হয়না তার কারণ সম্ভবত আমরা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গেছি। এই পৃথিবীতে লক্ষ মানুষ নিরন্ন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। রমজানের এই পবিত্র মাস সেই সব বিপন্ন মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার শিক্ষা দান করে। ইসলাম শান্তির ধর্ম , সকল হানাহানি দূর করে পৃথিবীব্যাপী এক শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষাই ইসলামের মূল উপজীব্য।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী (ক্যাম্পসি), ২৮/০৯/২০০৬, Email # zamilhasan@yahoo.com

লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন